যায়যায়দিন

তারিখ 10 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

# প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগকে সংস্কার করুন

প্রতিদিনের ন্যায় সকাল বেলা পত্রিকা রুমে গিয়ে পত্রিকায় চোখ বুলাই। অনেক কয়েকটি পত্রিকাই প্রতিদিন দেখা হয়ে থাকে। পত্রিকা পড়তে ভালোই লাগে। কারণ একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে পত্রিকা পড়াকে আমার কর্তব্য বলেই আমি মনে করি। পত্রিকায় আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য দেখলে অনেকটাই মনে স্বস্তি আসে। মনে হয় দেশটা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু বিষয় মনে খুবই দাগ কাটে। তার মধ্যে একটি হলো যখন পত্রিকায় হেডলাইন হয় ছাত্রলীগের অপকর্ম নিয়ে। পাশাপাশি দেখা যায় যে, পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতাতে একপাশে থাকে সরকারের সাফল্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন গুণীজনের কলাম আর অন্য পাতায় থাকে ছাত্রলীগের অপকর্মের দৃষ্টান্ত নিয়ে কিছু বাস্তব চিত্র। ঠিক আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডার নিয়ে স্থানীয় ঠিকাদারদের সাথে ছাত্রলীগের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, আহত ২০ জন এই শিরোনাম করেছে একটি পত্রিকা। শুধু এটাই দৃষ্টান্ত নয়। কয়েকদিন আগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে জীবন দিতে হলো একটি দশ বছরের শিশুকে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা এসিডদগ্ধ হলেন ছাত্রলীগের হাতে। একটি পরিবার পরিবারের অবলম্বন বিশ্বজিৎকে কেড়ে নিল ছাত্রলীগের ভয়ানক থাবা। সিলেটের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে আগুন লাগিয়ে শিক্ষকদের কলুষিত করা হলো ছাত্রলীগের নেতৃত্বে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা ভয়ানক নির্যাতনের শিকার হলেন ছাত্রলীগের লাঠিপেটায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু বক্কর ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের

যোবায়েরের মতো আরো অনেক মেধাবী প্রাণ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে বাধ্য হলো ছাত্রলীগের কোন্দলে। এরকম আরো অনেক ঘটনা রয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের চার বছরের সাফল্যে। আর এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ভর্তিবাণিজ্য, চাঁদাবাজি, টেন্ডার দখল, আধিপত্য বিস্তার, হল দখল ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে।

এখন প্রশ্ন, তাহলে কি এই ছাত্রলীগ অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে? কেননা তারা যেভাবে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে তাতে করে তাদের পৃথিবীর মানুষ বলা কঠিন। কেননা দলীয় নির্দেশনা, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, সংগঠন থেকে বহিষ্কার, গ্রেপ্তার কোনোটিই কাজে আসছে না। কাজে আসবে কীভাবে? কেননা তাদের শাস্তি হয় খুব অল্প মেয়াদে। কারণ তারা ছাত্র। সরকারদলীয় ক্যাডার। বিভিন্ন তদবিরের মাধ্যমে তারা এসব শাস্তি থেকে পার পেয়ে যায়। আর এর পেছনে কাজ করে সরকারের কিছু প্রভাবশালী মহল। সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে, ছাত্রলীগ যা করছে তাতে করে তারা সংগঠনটির ঐতিহ্যকে ও সরকারের সাফল্যকে ম্লান করে দিচ্ছে। ক্ষমতাসীন সরকার ও সরকারদলীয় সংগঠন এবং প্রতিনিধিদের কাছে দেশের উন্নয়ন হবে জনগণ এটাই আশা করে। তাদের দ্বারা ক্ষতি হোক এটা পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষের কাম্য নয়। তাই সরকারের উচিত তাদের চার বছরের সাফল্যকে ধরে রাখতে, সামনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনপ্রিয়তাকে যেন ছাত্রলীগ গলাটিপে হত্যা করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা। আর এসব অপকর্ম ও পারস্পরিক সংঘর্ষের কিছু কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে সংগঠনে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরা প্রবেশ করছে, সংগঠনের সব শাখার কমিটিতে গণতান্ত্রিকভাবে কমিটি না হয়ে তদবিরের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটিগুলো দেয়া হচ্ছে, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা যাচ্ছে না, ছাত্র রাজনীতি আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে যাচ্ছে সে দিকগুলো লক্ষ্য না রাখা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করতে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ও মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, আর যেন কোনো যোবায়ের, আবু বক্কর, বিশ্বজিৎ ও দশ বছরের বালকের মতো কোনো শিশুকে প্রাণ দিতে না হয় সেজন্য এখনই ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরুন, ছাত্রলীগকে সংস্কার করুন, তাদের মাঝে আদর্শিক চেতনাকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করুন। তা না হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মতো সরকারের বড় বড় অর্জনগুলো কুয়াশায় ঢেকে যাবে এবং দেশের মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে।

নাহিদ
শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়